জীবন বীমা কর্পোরেশন

(একমাত্র রাষ্ট্রীয় জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান)

ব্যক্তিগত পেনশন বীমা পরিকল্পনা

পেনশন বীমা পরিকল্পনার আকর্ষণ/সুবিধাদি

* পেনশন পরিকল্পনায় প্রবেশকালীন বয়সঃ ২০ বছর থেকে ৫০ বছর পর্যন্ত।
* পেনশন আরম্ভকালীন সময়ঃ ৫৫ বছর থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত।
* মেয়াদপূর্তি তারিখ থেকে মনোনীতকের জন্য ১০ বছর পেনশন লাভের নিশ্চয়তা এবং গ্রাহকের জন্য আজীবন পেনশন লাভের নিশ্চয়তা।
* পেনশন পরিকল্পনা আরম্ভের পর গ্রাহকের অকাল মৃত্যুতে মনোনীতককে এককালীন ক্ষতিপূরণ প্রদানের নিশ্চয়তা।
* চাকুরিজীবীদের জন্য সর্বোচ্চ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত আজীবন পেনশন লাভের নিশ্চয়তা।
* ব্যবসায়ীদের জন্য সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ) টাকা পর্যন্ত আজীবন পেনশন লাভের নিশ্চয়তা।
* এই পরিকল্পনা থেকে প্রাপ্য টাকা সম্পূর্ণ আয়করমুক্ত এবং গ্রাহক বার্ষিক প্রদেয় প্রিমিয়ামের উপর আয়কর রেয়াতের সুবিধা পেয়ে থাকেন।
* মেয়াদ শেষ হলে প্রাপ্য পেনশনের টাকার ৫০% অথবা ১০০% সমর্পণ (কম্যুটেশন) করে এককালীন টাকা পাওয়ার সুবিধা রয়েছে।
* পেনশন বীমা পরিকল্পনা ৩ বছর সচল থাকার পর সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার সুবিধা রয়েছে।
* এটা একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং লাভজনক বিনিয়োগ পরিকল্পনা। তাই আপনার এবং পরিবারের জন্য পেনশন বীমা পরিকল্পনা হতে পারে আর্থিক নিরাপত্তার চাবিকাঠি।
* আপনি কি সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ন্যায় অবসর জীবনে আজীবন পেনশন গ্রহণ করতে আগ্রহী?

ব্যক্তিগত পেনশন বীমা পলিসি

(একই সাথে জীবনের নিরাপত্তা এবং আজীবন পেনশন)

ব্যক্তিগত পেনশন বীমা পলিসিঃ

পেশাজীবী ও কর্মজীবী মানুষ স্বভাবতঃই অবসর জীবনে নিরুদ্বেগ স্বচ্ছল শান্তিময় দিন যাপনের নিশ্চয়তা চান। পরিণত বয়সে যখন নিয়মিত আয়ের কোন নিশ্চয়তা থাকে না, পেনশন বীমা পলিসি ঠিক তখনই নিয়মিত মাসিক অর্থাগমের ব্যবস্থা করে। অবসর জীবনের আর্থিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই তৈরী করা হয়েছে আমাদের পেনশন বীমা পরিকল্পনা। যে কোন পেশায় নিয়োজিত মানুষ এই পলিসি নিতে পারেন। এর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হলো কর্মজীবনে অকাল মৃত্যুতে পরিবারের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা বিধান যা অন্য কোন সঞ্চয় মাধ্যমে সম্ভব নয়।